تَعْلِيمُ الأَدَبِ

(প্রথম পর্ব)

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

تَعْلِيْمُ الأَدَب

তালিমুল আদাব

(শিষ্টাচার শিক্ষা)

প্রথম পর্ব

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

তালিমুল ইসলাম শিক্ষা বোর্ড এর অধিভুক্ত সকল মাদরাসার উস্তাদগণের জন্য পালনীয় ২৫ সবক

اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

উসমান ইবনু আফফান ﵁ বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম তারা, যারা নিজেরা কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। (সহিহ বুখারী, ৪৬৫৮)

“ প্রকৃত আলেম সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি জ্ঞানের ভারে আল্লাহর ভয়ে ভিত হয়ে নম্র ও বিনয়ী হয়। আর যে ব্যক্তি জ্ঞানের ভারে অহংকারী হয়ে যায়, সেই ব্যক্তি প্রকৃত পথভ্রষ্ট আলেম। ”

- হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

তালিমুল আদাব

লেখকঃ হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

সম্পাদকঃ খালিদ বিন আব্দুর রহিম

অনুলিপকঃ মূসা বিন এনামুল হক

গ্রন্থস্বত্বঃ অন্তিম প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশঃ ২১ জুলহাজ্জাহ, ১৪৪৭ হিজরি
০৮ জুন, ২০২৬ ঈসায়ী

মুদ্রণঃ অন্তিম প্রেস

প্রকাশনায়ঃ তালিমুল ইসলাম শিক্ষা বোর্ড, নাটোর

নির্ধারিত মূল্যঃ ৩০ টাকা

ওয়েবসাইটঃ https://www.talimulislamshikkhaboard.com

TALIMUL ADAB WRITTEN BY HABIBULLAH MAHMUD BIN ABDUL QADIR, EDITED BY KHALID HASAN. PUBLISHED BY ONTIM PROKASHONI. COPYRIGHT: PUBLISHER. 1ST PUBLISHED ON : 21 DHUL HIJJAH, 1447 HIJRI, 08 JUNE 2026 ISAYI.

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি	৭
ভূমিকা	৮
লক্ষ্য ও পদ্ধতিগত পার্থক্যঃ	৯
প্রথম অধ্যায়ঃ উস্তাদগণের পালনীয় আদব	১০
প্রথম পরিচ্ছেদ	১০
(সাধারণ সন্তান বা শিক্ষার্থী সম্পর্কে)	১০
সবক – ১ : অহংকার বর্জন করা	১০
সবক – ২ : সালাম প্রদান করা	১১
সবক – ৩ : দানশীল হওয়া	১২
সবক – ৪ : সদাচারন করা	১৩
সবক – ৫ : বাড়ির পিছনে অর্থ ব্যয় করা	১৩
সবক – ৬ : দয়াশীল হতে হবে	১৪
সবক – ৭ : ক্ষমা পরায়ণ হতে হবে	১৫
সবক – ৮ : উস্তাদ ও শিক্ষার্থীগণের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসা তৈরি করতে হবে	১৫
সবক – ৯ : শিক্ষার্থীদের সাথে উস্তাদগণের রসিকতা করা উত্তম	১৬
সবক – ১০ : শিক্ষার্থীদেরকে উস্তাদগণ ‘ হে আমার পুত্র ’ বলে ডাকা উত্তম	১৭
সবক – ১১ : যেকোনো প্রকার অনৈতিক কাজ বর্জন করা	১৯
সবক – ১২ : সুন্দর চরিত্র অর্জন করা উস্তাদগণের জন্য অপরিহার্য	১৯
সবক – ১৩ : উস্তাদগণের ৪ টি গুন অর্জন করা অপরিহার্য	২০
সবক – ১৪ : চোগলখুরী বা এক জায়গার কথা অন্য জায়গায় লাগানো থেকে দূরে থাকতে হবে	২০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২১
(ইয়াতিম সন্তান বা শিক্ষার্থী সম্পর্কে)	২১
সবক – ১৫ : কোনো ইয়াতিম সন্তান পেলে গৃহে অবস্থান দেয়া বা বাসায় অবস্থান দেয়া	২১
সবক – ১৬ : ইয়াতিম শিশু কে নিজ সন্তানের মতো আদর যত্ন করতে হবে	২৩
সবক – ১৭ : উপস্থিত শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট শিশু কে প্রথম ফল খাওয়ানো উত্তম	২৪

সবক – ১৮ : শিশু বা শিক্ষার্থীদেরকে খেলাধুলার সুযোগ দিতে হবে	২৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২৫
(অতিথি আপ্যায়ন সম্পর্কে)	২৫
সবক – ১৯ : অতিথি পরায়ণ হতে হবে	২৫
সবক – ২০ : মেহমানের সম্মান ও যত্ন করা	২৬
সবক – ২১ : শিক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকগণ অথবা নিকটবর্তী কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হলে উস্তাদগণের জন্য উত্তম	২৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	২৯
(মানবিক গুন সম্পর্কে)	২৯
সবক – ২২ : হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকতে হবে	২৯
সবক – ২৩ : তোষামোদ করে মুনাফেকদেরকে ‘ হে নেতা ’ বলা বর্জন করা	৩০
সবক – ২৪ : বিনয়ী ও নম্রতা অবলম্বনকারী হতে হবে	৩১
সবক – ২৫ : পরিশ্রমি হতে হবে ও অলসতা থেকে দূরে থাকতে হবে এবং অলসতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে	৩২

লেখক পরিচিতি

নাম মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তাঁর স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে ' হাবীবুল্লাহ মাহমুদ ' নামে চিনে। পিতা আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েকজন ঊর্ধ্বতন পুরুষের নাম:

❖ পিতার দিক হতে - আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল-যোবায়েরী ﵀ বিন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী ﵀ । যিনি ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে 'বদরী কাফেলা' নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্দী থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন। ১

❖ মাতার দিক হতে- সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অতঃপর তাঁর নানার সহযোগীতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অতঃপর বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। (উল্লেখ্য: 'গাঁওপাড়া' গ্রামটি নাটোর জেলার আওতাধীন বাগাতিপাড়া উপজেলাধীন, পাঁকা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। আর সেখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন।)

---

১. ভারতবর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস (মুসলিম শাসন), লেখক: আব্দুল করিম মোতেম, (পৃষ্ঠা ৩০৬)।

ভূমিকা

আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি দয়ালু ও অতি দাতা।

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি মানুষকে উত্তম কাঠামো দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এবং মানুষকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যা মানুষ জানতো না। এবং সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী ও রসুল মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর, তার আহলে বাইয়্যাত এর উপর, ও সকল সাহাবীগণের উপর।

অতঃপর, যখন আমি দেখলাম বর্তমান বাংলাদেশের দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থার নৈতিক অবক্ষয়ের বিষয়টি খুবই ভয়াবহ রুপ নিয়েছে। তখন চেষ্টা করলাম দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তার প্রকৃত সুশিক্ষার বিষয়টি সামনে আনতে। কেননা সমস্যাটা দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থার নয়। বরং সমস্যা হলো দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান পরিচালনা কাঠামো। অতএব, এই দ্বীনি শিক্ষার নৈতিক অবক্ষয় কে দ্বীনের সঠিক শিক্ষা ও তার বাস্তবায়নের রুপ দেয়ার চেষ্টায় তালিমুল ইসলাম শিক্ষা বোর্ড কে শক্তিশালী করার ইচ্ছা করলাম। যা ঘরোয়া ভাবে ২০২২ ঈসায়ী তে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। অত্র সেই শিক্ষা বোর্ড এর অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উস্তাদগণ ও শিক্ষার্থীগণ এবং তাদের অভিভাবকদের পালনীয় আদব সম্পর্কেই মূলত তালিমুল আদব গ্রন্থটি লিখেছি। যেন তা হতে উস্তাদগণ, শিক্ষার্থীগণ ও তাদের অভিভাবকগণ সহ অন্যান্য মুসলিমগণও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার শিস্থাচার বা আদব অবগত ও বাস্তবায়ন করতে পারেন। ইংশাআল্লাহ

মহান আল্লাহ তা'য়ালা অত্র গ্রন্থটি আমাদের বুঝে পড়ার ও আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

নিবেদক

মাহমুদ

১৮ জিলহুজ্জাহ, ১৪৪৭ হিজরি

লক্ষ্য ও পদ্ধতিগত পার্থক্যঃ

কওমি শিক্ষা বোর্ড	দারুল উলূম দেওবন্দের মাসলাক অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। দ্বীনি তা'লীম ও তারবিয়াতের মানোন্নয়ন ও সমাজের সর্বত্র প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান পৌছানোর মাধ্যমে সমাজ হতে নিরক্ষরতা ও মূর্খতা দুরীকরণের খিদমতে আঞ্জাম।
আলিয়া শিক্ষা বোর্ড	মাদরাসা শিক্ষা কে যুগ উপযুগী, কর্ম-মূখী ও মান সম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা। ইবতেদায়ী, দাখিল ও আলীম স্তরে নিয়মিত মান সম্পূর্ণ ও জাতীয় শিক্ষাক্রম এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা নিশ্চিত করা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন সংক্রান্ত নীতিমালা এবং গভারনিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি গঠন সংক্রান্ত প্রবিধানমালা অনুসরণ পূর্বক দেশের আলিয়া পদ্ধতির সকল মাদরাসার সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা। জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও নীতিমালা প্রস্তুতে সহায়তা করা।
তালিমুল ইসলাম শিক্ষা বোর্ড	আমাদের প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ রূপে কুরআন ও সুন্নাহ এর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত থাকিবে। ইংশাআল্লাহ দ্বীনি তা'লীম ও তারবিয়াতের মাধ্যমে তাজকিয়াতুন নাফস বা আত্না পবিত্রকরণ ও সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের ঙ্গান পৌঁছানোর মাধ্যমে সমাজ হতে নিরক্ষরতা ও কলুষিত অন্তর দূরীকরণের প্রচেষ্টায় আনজাম।

প্রথম অধ্যায়ঃ উস্তাদগণের পালনীয় আদব

প্রথম পরিচ্ছেদ

(সাধারণ সন্তান বা শিক্ষার্থী সম্পর্কে)

একটি বিষয় সকলেরই জানা রয়েছে যে, উস্তাদগণ আদব শিখানোর কারিগর। এবং শিক্ষার্থীগণ ও তাদের অভিভাবকগণ উস্তাদগণের আদবের নিকট বলা চলে জ্ঞানশূন্য প্রায়। অতএব, শিক্ষার্থীদের ও তাদের অভিভাবকগণ কে আদব শিখানোর প্রধান মাধ্যমই হলো : আদবের আমল বাস্তবে প্রয়োগ করা। কাজেই সঠিক আদবের আমল শিক্ষা দিতে হলে প্রথমেই আদবের বাস্তব আমলগুলো উস্তাদগণের মাধ্যম দিয়েই শুরু করতে হবে। আর সে জন্যই তালিমুল আদব গ্রন্থটিতে প্রথমে উস্তাদগণের আদব শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকগণের সাথে কেমন হবে, সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নিচে তা পাঠ আকারে উল্লেখ্য করা হলোঃ

<u>সবক - ১ : অহংকার বর্জন করা</u>

প্রথমেই উস্তাদগণ কে এমন অহংকার অবশ্যই বর্জন করতে হবে। যা নিজেকে নিজের নিকট বড়, দামী ও মূল্যবান বলে সাব্যস্ত করে। বর্ণিত হাদিস,

حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ اِبْنَ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَعَظَّمَ فِيْ نَفْسِهِ , اَوْ اِخْتَالَ فِيْ مَشْيَتِهِ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

হযরত ইবনে উমর ﵁ বলেন, আমি নাবী কারীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে নিজেকে নিজে বড় মনে করে অথবা তার চাল-চলনে দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়, সে এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালার নিকট উপস্থিত হবে যে, তিনি তার প্রতি খুবই রাগান্বিত থাকবেন। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৫৫১)*

বর্ণিত হাদিস,

اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْعِزُّ اِزَا رُهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ , فَمَنْ نَازَ عَنِّىْ بِشَىْءٍ مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ

হযরত আবু হুরায়রা ﵁ বলেন, আল্লাহর রসুল ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'য়ালা বলেন : ইজ্জত আমার পরিধেয়, কিবরিয়া (অহংকার) আমার চাদর, যে কেউ এগুলির ব্যাপারে আমার সাথে প্রতিযোগিতা করবে (অর্থাৎ নিজেকেও এগুলির হকদার মনে করবে) আমি অবশ্যই তাকে শাস্তি প্রদান করবো। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৫৫৪)*

প্রকৃতপক্ষে আলেম বা উস্তাদ তো সেই ব্যক্তি, যার অন্তরে দ্বীনি ইলম প্রবেশের কারণে ইলম নিয়ে অহঙ্কারী না হয়ে বরং ইলমের ভারে মহান আল্লাহ তা'য়ালার ভয়ে বিনয়ী হয়ে থাকে। অতঃপর, এই অহংকার থেকে আলেম বা উস্তাদগণকে বাঁচতে হলে ইলমের ভারে আল্লাহর ভয়ে বিনয়ী হওয়ার পাশাপাশী তাদেরকে ছোট - খাটো কাজেও আনন্দিত হতে হবে। যেমন,

বর্ণিত হাদিস,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ اَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ , وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْاَسْوَاقِ وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا

হযরত আবু হুরায়রা ﵁ বলেন, আল্লাহর রসুল ﷺ বলেছেন : সেই ব্যক্তি অহংকারী নয়, যে তার চাকরকে সঙ্গে নিয়ে আহার করে, গাধায় চড়ে বাজারে যায়, ছাগল পালন করে এবং তার দুধ দোহন করে। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৫৫২)*

সবক – ২ : সালাম প্রদান করা

আলেম বা উস্তাদ হওয়ার কারণে এমন কল্পনা করা মোটেও সঠিক নয় যে, শুধু শিক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকগণ কিংবা সাধারণ জনগণই তাদেরকে সালাম দিবে। কেননা তারা আলেম বা উস্তাদ

সেজন্য। বরং আলেম বা উস্তাদগণকেই সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে, শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য সকলকে সালাম প্রদানের জন্য তবেই আদব শিক্ষা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হবে।

বর্ণিত হাদিস,

عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ مَا كَانَ اَحَدٌ يَبْدَاُ اَوْ يَبْدُرُ اِبْنُ عُمَرَ بِالسَّلَامِ

হযরত বাশীর ইবনে ইয়াসির ﵀ বলেন, হযরত ইবনে উমরের পূর্বে কেউ সালাম দিতে পারতো না। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৯৯৪)*

عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهٗ مَرَّ عَلٰى صَبْيَانَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهٗ بِهِمْ

হযরত সাবিত আল বুনানী ﵀ বলেন, একদিন হযরত আনাস ইবনে মালিক ؓ বালকদের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাদেরকে সালাম প্রদান করলেন এবং বললেন নাবী কারীম ﷺ এইরূপ করতেন। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ১০৫৬)*

عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ رَاَيْتُ اِبْنَ عُمَرَ يُسَلِّمُ عَلَى الصِّبْيَانِ فِى الْكِتَابِ

হযরত আম্বাসাহ ﵀ বলেন, আমি হযরত ইবনে উমর ﵀ কে মক্তবের বালকদেরকে সালাম দিতে দেখেছি। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ১০৫৭)*

<u>সবক – ৩ : দানশীল হওয়া</u>

যেহেতু দান ইসলামের একটি ইবাদাত সেহেতু আলেম বা উস্তাদগণ অন্য কে দানের ওয়াজ-নসিহাহ করার ক্ষেত্রে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। অধিকাংশ আলেম বা উস্তাদগণকে দেখা যায় যে তারা মাসজিদ মাদরাসার পক্ষ থেকে ধান, চাল, গম, টাকা ইত্যাদি কালেকশন করে বেড়ায়। অথচ দানের রশিদ বইয়ে তাদের নাম থাকেনা। কাজেই দান আগে

আলেম বা উস্তাদগণকেই শুরু করতে হবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۳

" যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং আমি যে রিজিক তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। " (সূরা বাকারা, আঃ ৩)

সবক – ৪ : সদাচারন করা

আলেম বা উস্তাদগণকে যথাসাধ্য সর্বদায় চেষ্টা করতে হবে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে উত্তম কথা বলা ও সদাচারণ করা।

বর্ণিত হাদিস,

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطَمِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল খুতামী ؓ বলেন, আল্লাহর রসুল ﷺ বলেছেন : প্রত্যেকটি সৎকর্ম এক একটি সদাকা বিশেষ। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ২৩১)*

সবক – ৫ : বাড়ির পিছনে অর্থ ব্যয় করা

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষজন বাড়ির চাকচিক্য বা সৌন্দর্যের পিছনে অর্থ ব্যয় করে থাকে, একইসাথে এই কাজে আলেমগণও আছেন একধাপ এগিয়ে। ফলে চাকরি কে তারা উত্তম রিজিক ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কে রিজিকদাতা হিসেবে আমলগত ভাবে বিশ্বাস করে। যা মহান আল্লাহ তা'য়ালার সঙ্গে শিরিক। এবং তারা তাদের এই চাকরির দোহাই দিয়ে দ্বীনের কাজ করা থেকে এবং সত্য কথা, সঠিক আমল ও সঠিক মাসায়ালা প্রদান থেকে দূরে থাকে। যা আরও ভয়ংকর গুনাহ। কাজেই আলেমগণ কে বাড়ির পিছনে অহেতুক অর্থ ব্যয় করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

বর্ণিত হাদিস,

عَنْ خَبَّابٍ قَالَ : اِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤَخِّرُ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ , اِلَّا الْبِنَاءِ

হযরত খাব্বাব ﵁ বলেন, আল্লাহর রসুল ﷺ বলেছেন : আদম সন্তান প্রতিটি ব্যাপারেই সওয়াব লাভ করে। অবশ্য বাড়ি ছাড়া। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৪৪৯)*

অত্র হাদিসের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ বলেন, বাড়ি বানানো অর্থাৎ বাড়িকে সুবিশাল ও আলিশান করে অট্টালিকা করে তোলার পিছনে অর্থ ব্যয় করার প্রবণতা কে শরিয়াত যে, উৎসাহ করেনা। এই হাদিস দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. পৃষ্ঠা নং – ২১২)*

সবক – ৬ : দয়াশীল হতে হবে

উস্তাদগণ কে অবশ্যই শিক্ষার্থীগণের প্রতি দয়া প্রদর্শনকারী হতে হবে। কেননা শিক্ষার্থীগণ উস্তাদগণের নিকট থেকে দয়া প্রদর্শন করা শিখবে। শিক্ষার্থীগণের প্রতি যেকোনো অতিরিক্ত কঠোরতা উস্তাদগনকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

বর্ণিত হাদিস,

عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ لاَّ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ

হযরত আবু সাঈদ ﵁ বলেন নাবী কারীম ﷺ বলেছেন, যে দয়া করে না সে দয়া পায় না। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৯৫)*

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسُ

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ ﵁ বলেন : আল্লাহর রসুল ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'য়ালা সে ব্যক্তিকে দয়া করবেন না, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৯৬)*

সবক – ৭ : ক্ষমা পরায়ণ হতে হবে

উস্তাদগণ কে অবশ্যই ক্ষমা পরায়ণ হতে হবে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যেকোনো ভূলেই শিক্ষার্থীদের প্রতি কঠোরতা করা বা শাস্তি প্রদান করা উচিত নয়।

বর্ণিত হাদিস,

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا , وَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ

হযরত ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, আল্লাহর রসুল ﷺ বলেছেন : জ্ঞান দান কর! সহজ কর! কঠিন করো না এবং যখন তোমাদের মধ্যকার কেউ রাগান্বিত হয়, তখন তার নীরবতা অবলম্বন করা উচিত। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ২৪৫)*

সবক – ৮ : উস্তাদ ও শিক্ষার্থীগণের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসা তৈরি করতে হবে

একজন শিক্ষার্থীর অভিভাবক ও বন্ধু বলতে মূলত উস্তাদগণই মূল। কেননা উস্তাদগণই একজন শিক্ষার্থীর সুখ-দুঃখের সকল কথা শুনে জটিল কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারেন। কাজেই উস্তাদ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসা অর্থাৎ অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব থাকা খুবই জরুরী।

বর্ণিত হাদিস,

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ اَبِىْ الْمِغْرَا قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ اِسْحٰقَ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنّ اَوّلَ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ اَلْأُلْفَةُ

হযরত উমায়র ইবনে ইসহাক ﵁ বলেন : আমরা এই ব্যাপারে প্রায়ই আলাপ-আলোচনা করতাম যে, (কিয়ামতের পূর্বে) সর্বপ্রথম

মানুষের মধ্য হতে যে বস্তুটি উঠিয়ে নেওয়া হবে, তা হলো অন্তরঙ্গতা ও ভালবাসা। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ২৬৩)*

সবক – ৯ : শিক্ষার্থীদের সাথে উস্তাদগণের রসিকতা করা উত্তম

অনেক উস্তাদগণকে দেখা যায় যে তারা গোমরা মুখে সকল অবস্থাতেই সময় পার করেন। ফলে শিক্ষার্থীগণ ও সকল অবস্থাতেই সেই গোমরা মুখি উস্তাদগণকে ভয় পায়। যা একেবারেই উচিত নয়। কেননা, সত্য কথা বলে রসিকতা করাও সুন্নাহ।

বর্ণিত হাদিস,

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَحْمِلُهٗ فَقَالَ اَنَا حَامِلُكَ عَلَىٰ وَلَدِ نَاقَةٍ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : وَمَا اَصْنَعُ بِوَلَدِ نَاقَةٍ , فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهَلْ تَلِدُ الْاِبِلُ اِلَّا النُّوْقُ

হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه বলেন, একদিন এক ব্যক্তি নাবী কারীম ﷺ এর নিকট এসে একটি বাহন চাইলো। তখন তিনি বললেন : আমি তোমাকে একটা উটনীর বাচ্চা বাহন হিসাবে দিচ্ছি। তখন সে ব্যক্তি (অনুযোগের সুরে) বলে উঠলো : হে আল্লাহর রসুল! উটনীর বাচ্চা দিয়ে আমি কী করবো? তখন আল্লাহর রসুল ﷺ বললেন : সব উটনীই তো বাচ্চা প্রসব করে! (অর্থাৎ প্রতিটি উটই তো উটনীর বাচ্চা)। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ২৬৮)*

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ . قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تَدَاعِبُنَا - قَالَ اِنِّىْ لَا اَقُوْلُ اِلَّا حَقًّا

হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, একদিন কিছু সাহাবী আরয করলেন : হে আল্লাহর রসুল! আপনি (রসূল হয়েও) আমাদের সাথে ঠাট্টা-রসিকতা করেন? তখন তিনি ﷺ বললেন : (রসিকতা হলেও) আমি সত্য ব্যতিত কিছু বলি না। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ২৬৫)*

حَدَّثَنَا اَبُو التَّيَّاحِ قَالَ : سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا , حَتّٰى يَقُوْلُ لاَخٍ لِيْ صَغِيْرٍ يَا اَبَا عُمَيْرَ : مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ

হযরত আবু তাইয়্যাহ ﵀ বলেন আমি আনাস ইবনে মালিক ﵁ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, নাবী কারীম ﷺ আমাদের সাথে এমনি ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন যে, তিনি আমার এক ছোট ভাইকে লক্ষ্য করে বলতেন :

“ (বলো) হে আবু উমায়র!
কি করলো তোমার নুগায়র ” ? (বুলবুলি)
(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ২৬৯)

সবক – ১০ : শিক্ষার্থীদেরকে উস্তাদগণ ‘ হে আমার পুত্র ’ বলে ডাকা উত্তম

বর্ণিত হাদিস,

عَنْ اَبِى الْعَجْلاَنَ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ : كُنْتُ فِيْ جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَتُوُفِّيَ اِبْنُ عَمٍّ لِيْ اَوْ صى بِجَمَلٍ لَهٗ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ , فَقُلْتُ لِاِ بْنِهِ : اِدْفَعْ اِلَيَّ الْجَمَلَ فَإِنِّيْ فِيْ جَيْشِ اِبْنِ الزُّبَيْرِ , فَقَالَ اِذْهَبْ بِنَا اِلٰى اِبْنِ عُمَرَ حَتّٰى نَسْأَلَهُ - فَاَ تَيْنَا اِبْنَ عُمَرَ فَقَالَ : يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ! اِنَّ وَالِدَىَّ تُوُفِّيَ وَاَوْصٰى بِجَمَلٍ لَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَهٰذَا اِبْنُ عَمِّيْ وَهُوَ فِيْ جَيْشِ اِبْنِ الزُّبَيْرِ اَفَادْفَعُ اِلَيْهِ الْجَمَلَ , قَالَ اِبْنُ عُمَرُ : يَا بُنَيَّ ! اِنَّ سَبِيْلَ اللّٰهِ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ فَاِنْ كَانَ وَالِدُكَ اِنَّمَا اَوْصٰى بِجَمَلِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ - فَاِذَا رَاَيْتَ قَوْمًا مُسْلِمِيْنَ يَغْزُوْنَ قَوْمًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ , فَادْفَعْ اِلَيْهِمُ الْجَمَلَ , فَاِنَّ هٰذَا وَاَصَحَابُهٗ فِيْ سَبِيْلِ غِلْمَانِ قَوْمٍ اِلَيْهَمٍ يَضَعُ الطَّابِعَ

আবুল আজলান মাহারিবী বলেন : আমি হযরত ইবনে যুবায়রের বাহিনীতে ছিলাম। আমার এক চাচাতো ভাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুকালে তিনি তার একটি উট আল্লাহর রাস্তায় দান করার জন্য অসীয়্যত করে যান। আমি তার পুত্রকে (অর্থাৎ আমার চাচাতো ভাইকে) বললাম, আমি তো হযরত ইবনে যুবায়রের বাহিনীতে

আছি। আমাকেই এই উটটি দিয়ে দাও। সে বলল, হযরত ইবনে উমরের কাছে আমাকে নিয়ে চল। আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে দেখব (এ সম্পর্কে তিনি কি বলেন)। আমরা তখন হযরত ইবনে উমরের নিকটে গেলাম। সে তাকে লক্ষ্য করে বলল, হে আবদুর রহমানের পিতা! আমার পিতা ইন্তিকাল করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি তার একটি উট আল্লাহর রাস্তায় দান করার জন্য ওসীয়্যত করে গিয়েছেন। আর এই ব্যক্তি হচ্ছে আমার চাচাতো ভাই। সে ইবনে যুবায়রের বাহিনীভুক্ত। আমি কি তাকে এই উটটি দিতে পারি? তখন হযরত ইবনে উমর ﵁ বললেন : হে আমার পুত্র! আল্লাহর রাস্তায় প্রত্যেকটি কাজই উত্তম। তোমার পিতা যদি তার উট আল্লাহর রাস্তায়ই দান করতে বলে থাকেন, তবে তুমি মুশরিকদের সাথে জিহাদরত বড় কোন মুসলিম বাহিনীকে তা দান কর। আর এই ব্যক্তি অর্থাৎ তোমার বাবা আর তার সাথীরা তো সমাজের যুব শ্রেণীর রাস্তায় লড়াই করতেছে অর্থাৎ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্য জাতিয়তাবাদীর পক্ষে লড়াই করতেছে। (তারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করতেছে না, বরং শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে কে মোহর অংকিত করবে, এটা নিয়েই তাদের সংগ্রাম)। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৩৭১)*

عَنْ سَلْمَةَ الْعَلَوِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ : كُنْتُ خَادِمًا لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ : فَكُنْتُ اَدْخُلُ بِغَيْرِ اِسْتِئذَانٍ , فَجِئْتُ يَوْمًا فَقَالَ : كَمَا اَنْتَ يَا بُنَىَّ , فَاِنَّه قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ اَمْرٌ . لاَ تَدْخُلَنَّ اِلاَّ بِاِذْنٍ

হযরত সালমাহ ﵀ বলেন , আমি হযরত আনাস ﵁ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন - আমি নাবী কারীম ﷺ এর খেদমতে (সর্বদা) নিয়োজিত ছিলাম। সর্বদা অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকেই ঘরে প্রবেশ করতাম। একদিন বাহির থেকে আসতেই তিনি বললেন : হে পুত্র, তোমার অনুপস্থিতিতে একটি ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। (ঘরে ঢুকতে অনুমতি গ্রহণের আদেশ সংক্রান্ত আয়াত নাযিলের প্রতি ইঙ্গিত)

এখন অনুমতি গ্রহণ ব্যতিত ঘরে ঢুকিও না। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৮১৩)*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ سَلْمَةَ , عَنْ اِبْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ , عَنْ اَبِيْهِ , اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىّ قَالَ لَهٗ : يَا بُنَىَّ

হযরত আবু সা'সা বলেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﵁ তাকে পুত্র বলে সম্বোধন করেছেন। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৮১৪)*

সবক – ১১ : যেকোনো প্রকার অনৈতিক কাজ বর্জন করা

বর্ণিত হাদিস,

عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْاَنْصَارِىِّ اِنَّهٗ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْاِثْمِ فَقَالَ - اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ فِىْ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

হযরত নাওয়াস ইবনে সাম'আন আনসারী ﵁ বলেন, তিনি আল্লাহর রসুল ﷺ কে সাওয়াব ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে তিনি বললেন : সাওয়াব হলো সুন্দর স্বভাব-চরিত্র আর পাপ সেটাই যা তোমার অন্তরে লজ্জার সঞ্চার করে এবং সেটা লোকে জানুক, তা তুমি পছন্দ করো না। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৩০৩)*

সবক – ১২ : সুন্দর চরিত্র অর্জন করা উস্তাদগণের জন্য অপরিহার্য

বর্ণিত হাদিস,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ : خَيْرُ كُمْ اِسْلَامًا اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا اِذَا فَقِهُوْا

হযরত আবু হুরায়রা ﵁ বলেন : আমি আবুল কাসিম ﷺ কে বলিতে শুনেছি, ইসলামে সেই ব্যক্তিরাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম যারা চরিত্রের বিবেচনায় সব চাইতে সুন্দর, যদি তারা বোধশক্তি সম্পন্ন হয়। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ২৮৬)*

সবক – ১৩ : উস্তাদগণের ৪ টি গুন অর্জন করা অপরিহার্য

বর্ণিত হাদিস,

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : اَرْبَعُ خِلاَلَ اِذَا اُعْطِيْتَهُنَّ فَلاَ يَضُرُّكَ مَا عُزِلَ عَنْكَ مِنَ الدُّنْيَا : حُسْنُ خَلِيْقَةٍ , وَعَفَافُ طُعْمَةٍ , وَصِدْقُ حَدِيْثٍ , وَحِفْظُ اَمَانَةٍ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ﵁ বলেন, চারটি গুণ যদি তুমি প্রাপ্ত হও তবে দুনিয়ার অন্য সব কিছু না পাইলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। সেই সদগুণগুলি হচ্ছে (১) সদাচার-সচ্চরিত্র, (২) জীবিকার পরিচ্ছন্নতা (হালাল রিযিক), (৩) সত্য কথা এবং (৪) আমানত সংরক্ষণ। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ২৮৯)*

সবক – ১৪ : চোগলখুরী বা এক জায়গার কথা অন্য জায়গায় লাগানো থেকে দূরে থাকতে হবে

বর্ণিত হাদিস,

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ , قَالَتْ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ الَّذِيْنَ اِذَا رُؤُوْا ذَكَرَ اللّٰهَ اَفَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ قَالُوْا : بَلٰى - قَالَ : اَلْمَشَّاءُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ اَلْمُفْسِدُوْنَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ اَلْبَاغُوْنَ الْبَرَّاءَ اَلْعَنَتَ

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ ﵂ বলেন, একদিন নাবী কারীম ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাদের মধ্যকার সর্বোৎকৃষ্ট লোকদের সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করব না? সাহাবীগণ বললেন : জী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসুল ﷺ ! তিনি বললেন : যখন তাদেরকে দেখা যায়, তখন আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। তিনি আরো বললেন : আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্টতম লোকদের সম্পর্কে অবহিত করব না? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ! তিনি বললেন : যারা চোগলখুরী করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ (ভুল বোঝাবুঝি ও তিক্ততা) সৃষ্টি করে এবং পুণ্যবান লোকদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৩২৪)*

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : اَلْقَائِلُ الْفَاحِشَةَ , وَالَّذِىْ يَشِيْعُ بِهَا فِى الْاِثْمِ سَوَاءٌ

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব ﵁ বলেন, অশ্লীল কথা যে বলে, আর যে তা প্রচার করে বেড়ায় পাপে তারা উভয়েই সমান। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৩২৫)*

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(ইয়াতিম সন্তান বা শিক্ষার্থী সম্পর্কে)

সবক – ১৫ : কোনো ইয়াতিম সন্তান পেলে গৃহে অবস্থান দেয়া বা বাসায় অবস্থান দেয়া

বর্ণিত হাদিস,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ , عَنْ اِبْنِ اَبِىْ عِتَابٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْه يَتِيْمٌ يُحْسَنُ اِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِىْ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمُ يُسَاءُ اِلَيْهِ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِىْ الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ يُشِيْرُ بِاَصْبِعَيْهِ

হযরত আবু হুরায়রা ﵁ বলেন, আল্লাহর রসুল ﷺ বলেছেন : মুসলমানদের বাসগৃহসমূহের মধ্যে সেই গৃহই সর্বোত্তম, যে গৃহে কোন ইয়াতীম আছে এবং তার প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং মুসলমানদের বাসগৃহসমূহের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট গৃহ সেইটি, যাতে কোন ইয়াতীম আছে আর তার প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমি এবং ইয়াতীমের ভরণপোষণকারী বেহেস্তে এই দুইটির মত অবস্থান করবো। এই কথা বলে তিনি তাঁর দুইটি পবিত্র অঙ্গুলির প্রতি ইংগিত করলেন। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ১৩৭)*

নিজ বাস গৃহে ইয়াতিম পালন করা সবচেয়ে উত্তম। তবে সেক্ষেত্রে কোনো উস্তাদ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইয়াতিম রেখে পাঠদান ও প্রতিপালন করতে পারবেন। কিন্তু ইয়াতিম প্রতিপালনের নামে

ব্যবসা করা সম্পূর্ণ হারাম। যেই সকল মাদরাসায় ইয়াতিম খানা লেখা যুক্ত করা হয় বা ইয়াতিম এর নামে যাকাত, ফিতরা, পশুর চামড়া এককালীন দান ও বিভিন্ন কালেকশন অর্থাৎ ভিক্ষা করা হয়। এই জাতীয় সকল মাদরাসাই ইয়াতিম নিয়ে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান চালায়। যা হারাম এবং মুসলিমগণের সাথে প্রতারণা। কেননা কোনো মাদরাসার শিক্ষক বা সভাপতিকে আল্লাহ তা'য়ালা বেশি বেশি অর্থাৎ সামর্থ্যের বাহিরে ইয়াতিম প্রতিপালন করতে আদেশ দেন নি। বরং মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ٢٨٦

“ আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না, সে ভাল যা করেছে সে তার সওয়াব পাবে এবং স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের জন্য সে নিজেই ফল ভোগ করবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আগের লোকেদের উপর যেমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না; হে আমাদের প্রতিপালক! যে ভার বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই, এমন ভার আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না, (ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে) আমাদেরকে রেহাই দাও, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর; তুমিই আমাদের প্রতিপালক, কাজেই আমাদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত কর। ” (সূরা বাকারা, আঃ ২৮৬)

অর্থাৎ মহান আল্লাহ তায়ালা কারও সাদ্ধের অতিরিক্ত ভার চাপিয়ে দেন না। কারও একজন ইয়াতিম পালনের সামর্থ্য থাকলে, সে

একজিন ইয়াতিম পালন করবে। কারও ২০ জন ইয়াতিম পালনের সামর্থ্য থাকলে, সে ২০ জন ইয়াতিম পালন করবে। আর যারা মাদরাসায় ইয়াতিম রেখে সাইনবোর্ড লটকায় এবং ইয়াতিমের নাম করে ভিক্ষা করে বেড়ায়। তারা মূলত পেত পূজারী, ধর্ম ব্যবসায়ী, এবং বড় ধরনের প্রতারক। ঐ প্রতারক শ্রেনীর মধ্যে এমনও নিকৃষ্ট মানের প্রতারক রয়েছে, যারা মাদরাসায় ইয়াতিম খানা নামে সাইন বোর্ড লটকায়, ইয়াতিম এর নাম ভাঙ্গিয়ে ভিক্ষা করে৷ কিন্তু অনুসন্ধান করলে প্রকৃত ইয়াতিম তাদের মাদরাসায় খুব কমই পাওয়া যাবে। তবুও যদি ২/১ জন ইয়াতিম সেখানে থাকে তবে তা মাদরাসার উস্তাদগণ ও সভাপতি নিজ সন্তান হিসেবেই প্রতিপালনের সক্ষমতা রাখে। বরং তারা তা না করে পেট পূজার উদ্দেশ্য ভিক্ষা করে বেড়ায়। অথচ ইয়াতিম পালনের ফজিলত রয়েছে অনেক।

বর্ণিত হাদিস,

عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ حَدّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ النّبِىِّ ﷺ قَالَ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنّةِ هٰكَذَا اَوْ قَالَ بِاَصْبِعِيْهِ السّبّابَةِ وَالْوُسْطٰى

হযরত সাহল ইবনে সা’দ ﵁ বলেন, নাবী কারীম ﷺ বলেছেন : আমি এবং ইয়াতীমের ভরণপোষণকারী কিয়ামতের দিন এইরূপ থাকব। একথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ১৩৫)*

<u>সবক – ১৬ : ইয়াতিম শিশু কে নিজ সন্তানের মতো আদর যত্ন করতে হবে</u>

বর্ণিত হাদিস,

عَنْ اَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ لِا بْنِ سِيْرِيْنَ عِنْدِىْ يَتِيْمٌ , قَالَ اِصْنَعْ بِهِ مَا تَصْنَعُ بِوَلَدِكَ , اِضْرِبْهُ مَا تَضْرِبُ وَلَدَكَ

হযরত আসমা ইবনে উবায়দ ﵀ বলেন, আমি ইবনে সীরীনকে বললাম, আমার কাছে একটি ইয়াতীম আছে। তিনি বললেন, তুমি তার সাথে সেইরূপ ব্যবহারই করবে, যেমনটি তুমি তোমার পুত্রের সাথে করে থাক। তুমি তাকে প্রহার করবে, যেরূপ প্রহার তুমি তোমার পুত্রকে করে থাক। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ১৪০)*

সবক – ১৭ : উপস্থিত শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট শিশু কে প্রথম ফল খাওয়ানো উত্তম

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُتِىَ بِالذَّ هُوِ قَالَ : اَللّٰهُمَّ ! بَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَمُدِّنَا , وَصَاعِنَا بَرَكَةٍ مَعَ بَرَكَةٍ ثُمَّ نَاوَلَهُ اَصْغَرَ مَنْ يَلِيْهِ مِنَ الْوِلْدَانِ

হযরত আবু হুরায়রা ﵁ বলেন : আল্লাহর রসুল ﷺ এর নিকটে যখন মওসুমের প্রথম ফল (রঙ্গীন খেজুর) আসতো তখন তিনি দু'য়ায় বলতেন :

اَللّٰهُمَّ ! بَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَمُدِّنَا وَصَاعِنَا بَرَكَةٍ مَعَ بَرَكَةٍ

হে আমার রব ! আমাদের এই শহরে এবং আমাদের দাঁড়িপাল্লায় ও মাপের পাত্রসমূহে বরকতের সাথে আরো বরকত বৃদ্ধি করে দিন (অর্থাৎ ফলমূলে এবং ওজনকারীরা যে সব শস্যাদি লেনদেন করে সেই সমূহে বরকত দিন)। অতঃপর ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাদের নিকটবর্তী পেতেন, তাদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে ছোট কে তা খেতে দিতেন। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৩৬৪)*

সবক – ১৮ : শিশু বা শিক্ষার্থীদেরকে খেলাধুলার সুযোগ দিতে হবে

বর্ণিত হাদিস,

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ اَصْحَابُنَا يُرَخِّصُوْنَ لَنَا فِى اللّٰعْبِ كُلِّهَا غَيْرَ الْكِلَابِ (قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِىْ لِلصِّبْيَانِ)

হযরত ইব্রাহীম ﵀ বলেন, আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণ আমাদেরকে সর্বপ্রকার খেলাধুলা করারই অনুমতি দিতেন। তবে কুকুরের খেলা (অর্থাৎ কুকুর নিয়ে খেলা) ছাড়া। আবু আবদুল্লাহ বলেন, অর্থাৎ বালকদেরকে খেলার অনুমতি দেয়া হত। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ১৩১৪)*

কুকুর হলো হারাম প্রানী। অত্র হাদিসে বালকদের সকল প্রকার খেলাকেই বৈধতা দেয়া হয়েছে। তবে কুকুর নিয়ে খেলা দ্বারা বুঝানো হয়েছে হারাম কোনো বস্তু নিয়ে অথবা হারাম কোনো খেলা শিশুদের জন্য ইসলামে বৈধতা নেই।

عَنْ عَاىِٕشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَسْرُبَ اِلٰى صَوَاحِبِىْ بَلْعَبْنَ بِاللّعْبِ الْبَنَاتُ الصَّغَارُ

হযরত আয়েশা ﵂ বলেন, নাবী কারীম ﷺ আমার নিকট আমার বান্ধবীদের পাঠাতেন। তারা এসে আমাকে নিয়ে খেলাধূলা করত। তারা ছিল ছোট ছোট বালিকা। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ১৩১৬)*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(অতিথি আপ্যায়ন সম্পর্কে)

<u>সবক – ১৯ : অতিথি পরায়ণ হতে হবে</u>

উস্তাদগণের জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হলো শিক্ষার্থীগণের পক্ষ হতে কিংবা অন্য যে কোনো মেহমান বাড়িতে কিংবা আবাসিক প্রতিষ্ঠানে আগমন করলে তার মেহমানদারী করা।

বর্ণিত হাদিস,

عَنْ اَبِىْ شُرَيْحِ الْعَدَوِىِّ قَالَ : سَمِعْتُ اُذْنَاىَ وَ اَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ , فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ . وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ , فَلْيُكْرِمْ , ضَيْفَهُ جَاىِٕزَتَهُ , قَالَ : وَمَا جَاىِٕزَتُهُ , يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ . وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ , فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ

হযরত আবু শুরায়হ্ আদাবী ﵁ বলেন, আমার এই কর্ণদ্বয় শুনেছে, আমার এই চক্ষুদ্বয় দেখেছে যা আল্লাহর রসুল ﷺ বলছিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে তার উচিত তার প্রতিবেশীকে সম্মান করা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তার উচিত তার মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তার প্রাপ্য বিশেষ আতিথ্যের মাধ্যমে। কেউ একজন বলে উঠলো, তার বিশেষ আতিথ্য কি হে আল্লাহর রসুল! তিনি বললেন : একদিন একরাত। এমনিতে মেহমানদারী তিনদিন। এর অধিক যা হবে, তা হবে সদাকা স্বরূপ। আর যে আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের দিনের প্রতি বিশ্বাসী তার উচিত উত্তম কথা বলা অথবা চুপ করে থাকা। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৭৪৬)*

সবক – ২০ : মেহমানের সম্মান ও যত্ন করা

যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ বাড়িতে অথবা আবাসিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর পক্ষ হতে অথবা অন্য কোনো মেহমান উপস্থিত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সম্মান করার ও যত্ন নেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

বর্ণিত হাদিস,

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ اِلٰى نِسَاءِهٖ فَقُلْنَ : مَا مَعَنَا اِلاَّ الْمَاءَ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ و مَنْ يَّضَمُّ (اَوْ يُضِيْفُ) هٰذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ : اَنَا فَانْطَلَقَ بِهٖ اِلٰى اِمْرَ اَتِهٖ فَقَالَ : اَكْرِمِيْ ضَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ : مَا عِنْدَنَا اِلاَّ قُوْتٌ لِلصِّبْيَانِ فَقَالَ : هَيِّئْ طَعَامَكِ وَاَصْلِحِيْ سِرَاجَكِ وَنَوِّمِيْ صِبْيَانَكَ اِذَا اَرَدُوْا عَشَاءً فَهَيَّاَتْ طَعَامَهَا وَ اَصْلَحَتْ سِرَاجَهَا وَ نَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا . ثُمَّ قَامَتْ كَاَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَاَطْفَأَتْهُ وَجَعَلَا يُرِيَانِهٖ اَنَّهُمَا

يَأْكُلَانِ وَ بَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ﷺ لَقَدْ ضَحِكَ اللّٰهُ (اَوْ عَجِبَ) مِنْ نِعَالِكُمَا اَوْ اَنْزَلَ اللّٰهُ - وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

হযরত আবু হুরায়রা ﵁ বলেন, একদিন এক ব্যক্তি নাবী কারীম ﷺ এর নিকটে (মেহমানরূপে) উপস্থিত হলেন। তিনি তাকে তার সহধর্মিণীগণের নিকট (আহার্য গ্রহণের) জন্য পাঠালেন। তারা জানালেন, আমাদের কাছে পানি ছাড়া খাওয়ার মত কিছুই নাই। তখন আল্লাহর রসুল ﷺ (সমবেত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে) বললেন : কে একে মেহমানরূপে গ্রহণ করবে? তখন আনসারদের মধ্য হতে একজন বলে উঠলো, আমি আছি। তখন তিনি তাকে নিয়ে তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং বললেনঃ ওহে, আল্লাহর রসুল ﷺ এর মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। তিনি জবাব দিলেন, ছেলেমেয়ের রাত্রের খাবার ছাড়া ঘরে যে আর কিছুই নাই। তিনি বললেন : খাবার প্রস্তুত করবে, বাতি ঠিক রাখবে এবং ছেলেমেয়েদের যখন রাত্রের খাবার খাইতে চাইবে তখন কোন প্রকারে প্রবোধ দিয়া তাদেরকে শোয়াইয়া দিবে। মহিলাটি (স্বামীর কথামত) খাবার প্রস্তুত করলেন, বাতি ঠিক করলেন এবং তাহার শিশু-সন্তানদের শোয়াইয়া দিলেন এবং অন্ধকারে তারাও খাইতেছেন এটা বোঝানোর জন্য বাতি (অর্থাৎ উহার শলতে) ঠিক করার ছুতায় উহা নিভিয়ে দিলেন অথচ প্রকৃতপক্ষে রাতে তারা উপবাসেই কাটিয়েছিলেন। অতঃপর যখন ভোরে আল্লাহর রসুল ﷺ এর নিকটে গেলেন তখন তিনি বললেন : আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের (গতরাতের) কার্যকলাপে হেসেছেন। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৭৪৫)*

বর্ণিত হাদিস,

عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ اَنّ اَبَا اُسَيْدِ السّاعِدِيّ دَعَا النّبِيّ ﷺ فِىْ عُرْسِهٖ وَكَانَتْ امْرَاَتُهٗ خَادَمُهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِىَ الْعُرُوْسُ فَقَالَتْ : اَتَدْرُوْنَ مَا اِنْقَعْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْقَعْتُ لَهٗ تَمَرَاتٍ مِنَ اللّيْلِ فِىْ نُوْرٍ

সাহল ইবনে সা'দ ﵁ বলেন, হযরত আবু উসায়দ সাঈদী ﵁ তাঁর বিবাহ বাসরে নাবী কারীম ﷺ কে দাওয়াত করেন। তার নববিবাহিতা বধূ সেইদিন পর্যন্ত তার পরিচারিকা ছিলেন। তিনি বলেন, জানেন আল্লাহর রসুল ﷺ এর জন্য সেদিন আমি কি পরিবেশন করেছিলাম? রাত্রিবেলা আমি তাঁর জন্য টাটকা খেজুর একটি মাটির পাত্রে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৭৫১)*

সবক – ২১ : শিক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকগণ অথবা নিকটবর্তী কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হলে উস্তাদগণের জন্য উত্তম

বর্ণিত হাদিস,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَث كُلُّهُنّ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ عِيَدَةُ الْمَرِيْضِ وَشَهُوْدِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ اِذَا حَمِدَ اللّٰهَ عَزّ وَجَلّ

হযরত আবু হুরায়রা ﵁ বলেন, আল্লাহর রসুল ﷺ বলেছেন : তিনটি বস্তু এমন যার প্রতিটিই প্রত্যেক মুসলমানদের উপর হক স্বরূপ, রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ এবং যে ব্যক্তি হাঁচি দেয় সে (আলহামদুলিল্লাহ্ বলে) আল্লাহর প্রশংসা করবে, তার জবাব (ইয়ারহামু কাল্লহ্ বলে) সেটার জবাব দেওয়া। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৫২১)*

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
(মানবিক গুন সম্পর্কে)

সবক - ২২ : হিংসা–বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকতে হবে

দুনিয়াদারির ক্ষেত্রে হিংসা-বিদ্বেষ যখন মহামারী আকার ধারণ করেছে ঠিক তখন এক শ্রেনীর আলেম বা উস্তাদগণ ও দুনিদারির পাশাপাশী দ্বীনদারীর ক্ষেত্রেও হিংসা-বিদ্বেষে জ্বলন্ত অগ্নি হয়ে আছে। উদাহরণ স্বরূপ এই দ্বীনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও এমনটি হয়েছে। যেখানে, আল্লাহর রসুল ﷺ বলেছেন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে ব্যক্তি কুরআন মাজিদ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং শিক্ষা দেয়। সেখানে পাশাপাশি একই অঞ্চল বা মহল্লায় দুইটি বা একাধিক তা হোক একই শ্রেণি অথবা বিভিন্ন শ্রেণি যেমন একটি কওমি এবং অপরটিও কওমি কিংবা হাফেজিয়া, আলিয়া। তাহলেই অপর মাদরাসার আলেম বা উস্তাদগণ নতুন মাদরাসা ও সেখানের আলেম বা উস্তাদ গণের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ এ উত্তপ্ত অগ্নি হয়ে জ্বলে ওঠে। অথচ উচিত যত বেশি সম্ভব দ্বীনি ইলমের প্রতিষ্ঠান তৈরি করা। যেখান থেকে মানুষ দ্বীন শিখবে ও মহান আল্লাহ তা'য়ালার ভয় অর্জন করবে। কিন্তু তারা হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে। যদিও মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই হিংসা বিদ্বেষ বর্জন করার আদেশ দিয়েছেন।

বর্ণিত হাদিস,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَنَافَسُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ : اِخْوَانًا

হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর রসুল ﷺ বলেছেন : (কারও সম্পর্কে) কুধারণা পোষণ করা হতে বিরত থাকবে। কেননা কুধারণা হচ্ছে সবচাইতে বড় মিথ্যা। একে অপরের মোকাবিলায় সওদা ক্রয়ে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা বা প্রতারণামূলক দর-দস্তুর

করবে না, পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হয়ো না, রেষারেষি করো না, একে অপরের পাশ কাটিয়ে চলো না এবং আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে যাও। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৪১২)*

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُفْتَحُ اَبْوَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلاَّ رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ : اُنْظُرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا

হযরত আবূ হুরায়রা ﵁ বলেন, আল্লাহর রসুল ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবারে জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয় এবং এমন প্রতিটি বান্দাকেই মার্জনা করা হয় যে আল্লাহর সাথে শিরক করে না। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে মার্জনা করা হয় না যার অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে ঝগড়া-বিসম্বাদ রয়েছে। তাদের দুইজন সম্পর্কে বলা হয়, আপোস-মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত দুইজনের ব্যাপার থাকতে দাও। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৪১৩)*

সবক - ২৩ : তোষামোদ করে মুনাফেকদেরকে ‘ হে নেতা ’ বলা বর্জন করা

বর্তমান সময়ে এমন আলেম বা উস্তাদগণের অভাব নেই। যারা মাসজিদ মাদরাসার জন্য অথবা নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য রিলিফ, ত্রান বিভিন্ন অনুদান ইত্যাদি লাভের আশায় বিভিন্ন পুঁজিবাদী ও নেতাদের নিকট গিয়ে তোষামোদ করে ‘ হে নেতা, হে নেতা ’ বলে মুখের ফেনা উঠায়। এমন কাজ থেকে অবশ্যই আলেমগণ বা উস্তাদগণ কে দূরে থাকতে হবে।

বর্ণিত হাদিস,

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْلُوْا الْمُنَافِقَ : سَيِّدٌ فَاِنَّهُ اِنْ يَكُ سَيِّدُكُمْ فَقَدْ اِسْتَخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَ جَلَّ

আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দাহ ﵀ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসুল ﷺ বলেছেন : মুনাফিককে নেতা বলিও না, কেননা সে যদি সত্যসত্যই তোমাদের নেতা হয়ে থাকে তা হলে তোমরা তোমাদের মহিমান্বিত রব আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করেছ। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৭৬৫)*

সবক – ২৪ : বিনয়ী ও নম্রতা অবলম্বনকারী হতে হবে

বর্ণিত হাদিস,

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اُعْطِىَ حَظُّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ اُعْطِىَ حَظُّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَنْ حُرِمَ حَظُّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظُّهُ مِنَ الْخَيْرِ اَثْقَلُ شَىْءٍ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُسْنُ الْخُلُقِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَيَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىَّ

হযরত আবু দারদা ﵁ বলেন, নাবী কারীম ﷺ বলেছেন : যার স্বভাবে নম্রতা প্রদান করা হয়েছে, তাকে সমুদয় কল্যাণই প্রদান করা হয়েছে। আর যাকে স্বভাবের নম্রতা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে, সে সমুদয় কল্যাণ হতেই বঞ্চিত রয়েছে। কিয়ামতের দিন মু’মিনের নেকীর পাল্লায় সব চাইতে ভারী বস্তু হইবে উত্তম আচরণ। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা’য়ালা অশ্লীলভাষী বাচাল ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৪৬৬)*

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِىْ عَلَيْهِ مَا لاَ يُعْطِىَ عَلَى الْعُنُفِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল ﵁ বলেন, নাবী কারীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা’য়ালা নম্র, তিনি নম্রতা পছন্দ করেন এবং নম্রতার দরুন (বান্দাকে) এমন (নিয়ামত) দান করেন যা কঠোরতায় দান করেন না। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৪৭৪)*

সবক – ২৫ : পরিশ্রমি হতে হবে ও অলসতা থেকে দূরে থাকতে হবে এবং অলসতা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে

বর্ণিত হাদিস,

حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ اَبِيْ عَمَرٍ وَ قَالَ : سَمِعْتُ اَنَس بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَ ضَلَعِ الدِّيْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

হযরত আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه বলেন, নাবী কারীম ﷺ প্রায়ই এরূপ দু'য়া করতেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدِّيْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি দুশ্চিন্তা, শোকবিহবলতা, অথর্বতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, ঋণভারে জর্জরিত অবস্থা এবং লোকের দাপট ও বাড়াবাড়ি হতে। *(আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ৮০৭)*

আলহামদুলিল্লাহ

সমাপ্ত

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

‘ হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে আসছি (তওবা করছি)। ’

(সুনানে আবু দাউদ, হাঃ ৪৮৫৯)

তারিখঃ ১৮ জুলহাজ্জাহ, ১৪৪৭ হিজরি
০৫/০৬/২০২৬ ঈসায়ী

তালিমুল ইসলাম শিক্ষা বোর্ড, নাটোর